গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা কৃষি অফিসারের কার্যালয়
শ্রীনগর, মুন্সীগঞ্জ।
http//:dae.sreenagar.munshiganj.gov.bd

২০৪১ সালে স্মার্ট মুন্সীগঞ্জ বিনির্মাণের লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা

ভিশন	দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা	মধ্য মেয়াদী পরিকল্পনা	স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনা	অতি স্বল্প মেয়াদী/স্মার্ট ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ
প্রযুক্তির ব্যবহার, স্মার্ট কৃষক ও ফসলের লাভজনক ও টেকসই উৎপাদন	১। শ্রমিক সংকট নিরসনে সমলয়ে চাষাবাদ	১। আধুনিক চাষাবাদের মাধ্যমে কন্দাল জাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি ও বিদেশে রপ্তানী করা।	১। অনলাইন কৃষকের বাজার তৈরি, ফলে নিরাপদ কৃষিপন্য সহজেই কৃষকের কাছ থেকে ভোক্তার কাছে পৌঁছাবে।	১। মোবাইলে ক্ষুদে বার্তার মাধ্যমে কৃষকদের মাঝে কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য যেমন: ফসলের রোগবালাই দমনে করণীয়, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার এবং কৃষি আবহাওয়ার আপডেট তথ্য কৃষকের নিকট প্রেরণ। ২। প্রতি গ্রামে/ ইউনিয়নে ডিজিটাল বিলবোর্ড স্থাপনের মাধ্যমে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির বিষয়ে কৃষকদের সম্যক জ্ঞান দেওয়া।
	২। কৃষিতে ড্রোনের মাধ্যমে বালাইনাশক প্রয়োগ।	২। এক ফসলী জমিকে দুই বা তিনফসলী জমিতে রূপান্তরের উদ্দেশ্যে কৃষকদের স্বল্পমেয়াদী ফসলের চাষাবাদ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা।	২। কৃষকদের স্মার্ট কৃষি কার্ডের আওতায় আনা এবং কৃষি জমির ডাটাবেজ তৈরি করে এলাকা উপযোগী ও দেশের চাহিদা অনুযায়ী ফসল উৎপাদন করা।	
	৩। ফসল উৎপাদনে জৈব কৃষির ব্যবহার	৩। পতিত জমির শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধি।	৩। প্রতিটি স্কুলে স্কুলের শিক্ষার্থীদের দিয়ে স্কুল বাগান করা। এতে করে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বাড়বে।	
	৪। প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে প্ল্যান্ট ডক্টর ক্লিনিক চালু করা এবং প্রতিটি ইউনিয়নে হিমাগারের ব্যবস্থা করা।	৪। আড়িয়াল বিলে মিষ্টি কুমড়া চাষে কৃষকদের উৎসাহী করা, মিষ্টি প্রক্রিয়াজাত করা ও বিদেশে রপ্তানীর ব্যবস্থা করা।	৪। ভ্রাম্যমাণ কৃষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা।	
	৫। সর্জন পদ্ধতিতে চাষাবাদ	৫। বানিজ্যিকভাবে ভূট্টা চাষ করা।	৫। প্রতি উপজেলায় একটি করে মডেল নিরাপদ সবজি গ্রাম প্রতিষ্ঠা করা।	
	-	-	৬। প্রতি ইউনিয়নে প্ল্যান্ট ডক্টর ক্লিনিক চালু করা।	
	-	-	৭। আড়িয়াল বিলে পদ্ম ফুল ও শাপলা ফুলের চাষ সম্প্রসারণ করা।	
	-	-	৮। সমলয়ে চাষাবাদ বাস্তবায়নের জন্য প্রতি ইউনিয়নে একটি করে কৃষক গ্রুপ গঠন এবং এই গ্রুপগুলোকে প্রশিক্ষণ ও উপকরণ সহায়তা প্রদান করা।	

			উক্ত গ্রুপ গুলোর মাধ্যমে সারা উপজেলায় সমলয় পদ্ধতি ছড়িয়ে যাবে।	
	-	-	৯। রপ্তানিযোগ্য বিভিন্ন ফসল বানিজ্যিকভাবে চাষাবাদ করা এবং আমদানী নির্ভর কৃষি পন্য দেশে উৎপাদন করে সরকারের আমদানি ব্যয় কমানো।	
	-	-	১০। আড়িয়াল বিলের মিষ্টি কুমড়ার সংরক্ষণাগার ও প্রক্রিয়াজাত কারখানা স্থাপন।	